উদ্দেশ্য ৬ঃ দর্শনার্থী / পর্যটকদের জন্য উন্নত অবকাঠামো

- ❖ রক্ষিত এলাকা সমুহে ১৫ টি পায়ে হাটা পথ (হাইকিং ট্রেইল) চিহ্নিত করা হয়েছে
- ❖ ১০ টি পথ নিদের্শনা স্থাপন করা হয়েছে
- ❖ একটি রক্ষিত এলাকায় স্বাগত সাইনবোর্ড এবং তথ্যাবলী সমৃদ্ধ সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের দৃশ্যমান প্রভাব সমূহঃ

রক্ষিত এলাকায় বন মোরগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

উত্তরাঞ্চলের তিনটি রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য ফিরে আসছেঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানীবিজ্ঞানী ড. মনিরুল হাসান খাঁন কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র গবেষনায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং রেমাকালেঙ্গা বণ্যপ্রানী অভয়ারন্যে দুটি নির্দেশক প্রজাতির পাখির সংখ্যা বেড়ে গেছে।

অবৈধ গাছ কর্তন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ঃ স্থানীয় জনগনও বন বিভাগ যৌথভাবে পেট্রোলিং শুরু করার কারনে অবৈধ গাছ কর্তন প্রায় শুন্যে নেমে এনেছে। উল্লেখ্য যে, দু'বছর পূর্বেও সেখানে প্রতি মাসে ৩০০'র ও অধিক গাছ অবৈধভাবে কাটা হতো।

জনগনের জীবিকা এবং বিকল্প আয়ের সুযোগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়েছেঃ রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। তথ্যে জানা যায় যে, লাউয়াছড়ায় গত বছরের মার্চ মাসে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০৫০ জন। তার পূর্বের বছর একই সময়ে সেখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল মাসিক ৩০০'র ও কম। এই দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারনে স্থানীয় জনগনের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।

সহ-ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ষ্টেক হোল্ডারগন এখন সুশাসনের জন্য বক্তব্য তুলে ধরতে শিখেছেঃ সুশাসনের জন্য পরিবর্তনের পন্থায় জড়িত হওয়ার কারনে কাউন্সিলরগনের ক্ষমতায়ন হয়েছে। কাউন্সিল সমূহ গঠিত হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তারা এখন রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বক্তব্য তুলে ধরতে শিখেছে।

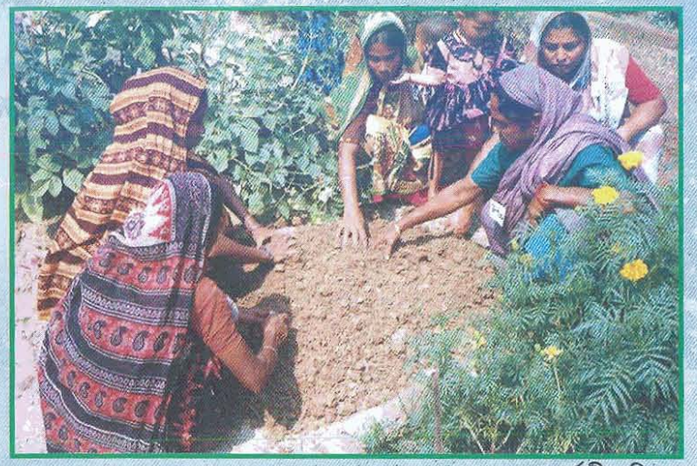

নার্সারী প্রশিক্ষণ

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

বন বিভাগ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প

অর্থায়নে: ইউ এস এ আই ডি

বন বিভাগ

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

নিসর্গ

আমরা প্রকৃতিকে বাঁচাবো আগামী প্রজন্মের জন্য

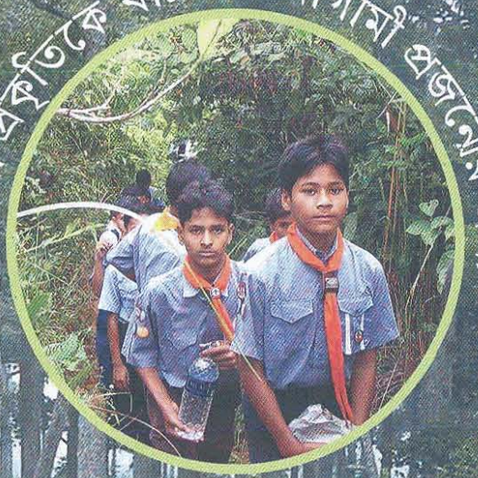

বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

বন বিভাগ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন বিভাগ

নিসর্গ কর্মসূচী গত ফেব্রুয়ারী ২০০৪ এ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার পর হতে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচটি রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করছে। এই রক্ষিত এলাকাগুলি হচ্ছে মৌলভীবাজার জেলাধীন লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, হবিগঞ্জ জেলাধীন রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, চট্রগাম জেলাধীন চুনতী বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য এবং কক্সবাজারের অধীনে জেলার টেকনাফ গেম রির্জাভ। এছাড়াও জাতীয় ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এই সমস্ত অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হোলোঃ

উদ্দেশ্য ১ ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল

- ❖ প্রতিটি এলাকায় বনজ সম্পদের পরিমান, জীববৈচিত্র্য এবং অবৈধ গাছ কর্তনের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ
- ❖ আট প্রজাতীর নির্দেশক পাখীর সংখ্যা পর পর দুই বৎসর গণনা করা হয়েছে। এই গণনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে বনের অবস্থা উত্তোরত্তর ভালো হচ্ছে
- ❖ পাঁচটি এলাকার প্রতিটিতেই সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহ-ব্যবস্থা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি পেট্রোলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা অবৈধ গাছ কাটার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে
- ❖ পাঁচটি এলাকার প্রতিটির জন্য রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা/ নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি এখন সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে

উদ্দেশ্য ২ঃ বিকল্প আয়বর্দ্ধন/বর্দ্ধক সুবিধাদি সৃষ্টি

- ❖ ২৫ জন তরূন-তরুনীকে ইকো-ট্যুর গাইড হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ ২ লাখেরও বেশী চারা গাছ পরবর্তীতে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন
- ❖ সাতছড়ি ও রেমা কালেংগায় বাসকারী আদিবাসীদের বোনা কাপড় বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বিপনণ যোগসুত্র সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
- ❖ চুনতিতে ২০০টির বেশী উন্নত চুলা তৈরী ও ব্যবহার শূরু; হোয়াইকং ও বাঁশখালীতেও উন্নত চুলা তৈরীর কার্যক্রম চলছে

উদ্দেশ্য ৩ ঃ নীতি প্রণয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি

- ❖ সরকার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে গত এপ্রিল ১৯, ২০০৬ এ সকল সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও কমিটিকে স্বীকৃতি প্রদান
- ❖ নিসর্গ ভিশন ২০১০ প্রনয়ণের দ্বারা ভবিষ্যতে রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা
- ❖ বন্যপ্রাণী আইনের পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য খসরা তৈরী
- ❖ নতুন জাতীয় উদ্যান ঘোষনা (সাতছড়ি)
- ❖ পর্যটকদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রবেশ ফির অংশবিশেষ কো-ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলকে প্রদানের জন্য প্রস্তাব পেশ
- ❖ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ভিজিটর সেন্টার তৈরীর জন্য জাতীয় স্থাপত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন
- ❖ বন বিভাগের রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনার নতুন কর্মসূচী হিসাবে নিসর্গ নাম ও এর লোগোর ব্যপক পরিচিতি
- ❖ বাংলাদেশ স্কাউটসদের সাথে ব্যাপক প্রচারিত রক্ষিত এলাকায় হাইকিং

উদ্দেশ্য ৪ঃপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালী করণ

- ❖ ৫টি রক্ষিত এলাকার বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা পালিত
- ❖ রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপকদের জন্য আচরণ বিধি প্রনয়ন
- ❖ ভারতের রক্ষিত এলাকায় অভিজ্ঞতা বিণিময় ভ্রমণ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রয়োগে বিশেষ ভুমিকা রেখেছে
- ❖ ভারতের ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউটে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্সের আয়োজন
- ❖ হনলুলু হাওয়াই এর ইষ্ট ওয়েষ্ট সেন্টারের তত্বাবধানে ১২ জন রক্ষিত এলাকায় ফলিত গবেষনা আরম্ভ করেছে।
- ❖ দর্শনার্থীদের/পর্যটকদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন

উদ্দেশ্য ৫ঃ বন্যপ্রানীর আবাসন ও জীব-বৈচিত্রের উন্নয়ন

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় নিম্নলিখিত কার্যক্রম চলছেঃ

- ❖ টেকনাফে ১০ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন
- ❖ লাউয়াছড়ায় ২০ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন
- ❖ রেমা-কালেঙ্গায় ২০ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন
- ❖ সাতছড়িতে ২০ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন
- ❖ চুনতিতে ২০ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন

নিসর্গ আয়োজিত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গন-নাট্য